



**জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি  
নোটিশ ।**

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ তাঁহাদের গত ২০।১০।৩৬ তারিখের মিটিংএর রেজলিউশন অনুসারে সংক্রামক ব্যাধি লক্ষ্যীয় কতিপয় উপবিধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য পাঠাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। উক্ত উপবিধি সমূহের এক প্রস্থ নকল জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল অফিসে সাধারণের অবগতির জন্য রক্ষিত হইয়াছে। ইতি—

D. P. Chatterjee.  
Chairman, Jangipur Municipality.

সর্বভোয়া দেবেভোয়া নমঃ ।



**জঙ্গিপুর সংবাদ ।**

১০ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৪৩ সাল

বন্যায় লোকের দুর্দশা ।

বন্যায় জলে চারিদিক ভাসিয়া যাওয়ার জনসাধারণের ভয়ানক অসুবিধা হইয়াছে। স্থানে স্থানে রাতায় জল উঠিয়া কাঁদা হওয়ার চলাচল করা কষ্টকর হইয়াছে। জ্বালানি কাঠের অভাবে অনেকেই মুষ্কিলে পড়িয়াছে। আমাদের জনপ্রিয় মহকুমা ম্যাংক্লেটে ও সার্কেল অফিসার মহোদয়গণ গ্রামস্থ দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বন্যায় জলে প্রায় সমস্ত তরকারীর ক্ষেত ডুবিয়া যাওয়ার বাজারে তরকারী খুব কম আমদানি হইতেছে। যাহা হইতেছে তাহাও খুব চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে। বহু জমির বেগুনের চারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চুরি ।

কিছুদিন হইতে রঘুনাথগঞ্জ সহরে চিঁচকে চোরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষাল মহাশয়ের একখানি কাপড় ও ১টা জামা চুরি গিয়াছে। পাঁচু বেওয়ার দোকানের তালা খুলিয়া এক হাঁড়ি ছাতু ও এক ঝড়ি মসুর দাইল চুরি করিয়াছে।

স্থানীয় চাউল ব্যবসায়ী ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়ের লোহাপুর হইতে গোগাড়ী ঘোগে চাউল আনিত্তেছিল পথিমধ্যে কে বা কাহারো এক বস্তা চাউল নামাইয়া লইয়াছে। দত্ত মহাশয় গাড়াওয়ানদের নিকট চাউলের দাম আদায় করিয়াছেন। গাড়াওয়ানদের বাড়ী লোহাপুর।

“রীজ” কাপ কম্পিটিশন ।

২০শে আগষ্ট বয়স্কাউট্‌স্‌ এণ্ড রোভারস্‌ বনাম বাবু-বাজার (বি) দলের খেলা ছিল। খেলা অসমীমাংসিত হওয়ার ২২শে আগষ্ট পুনরায় খেলা হয়। এই দিন বয়স্কাউট্‌স্‌ এণ্ড রোভারস্‌ দল ৩-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছে।

২১শে আগষ্ট জঙ্গিপুর হাইস্কুল (এ) বনাম বাড়ালী রামদাস সেন স্কুলের (এ) দলের খেলা হয়। জঙ্গিপুর হাইস্কুল (এ) দল ২-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছে।

২০শে আগষ্ট ইলেভেন ষ্টারস বনাম বি, এইচ, এন, ক্লাব (এ) দলের খেলা ছিল ইলেভেন ষ্টারস দল ৫-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছে।

২৪শে আগষ্ট জঙ্গিপুর বনাম দেশপ্রিয় দলের খেলা ছিল। দেশপ্রিয় দল ১-০ গোলে জিতিয়াছে।

২৫শে আগষ্ট জঙ্গিপুর হাই মাদ্রাসা বনাম জঙ্গিপুর টাউন (২) দলের খেলা ছিল। জঙ্গিপুর টাউন (২) দল ৭-১ গোলে জয়লাভ করিয়াছে।

**ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভাওয়াল সম্যাসী  
মামলার উপসংহার ।**

বিখ্যাত “ভাওয়াল সম্যাসী” মামলার রায় বাহির হইয়াছে। বিচারে বাদীই ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন। বিচারক তাঁহার অস্বকুলে খরচাসহ ডিক্রী দিয়াছেন। তিনি ভাওয়ালের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাইবেন।

**খোর্দ গোবিন্দপুর মামলার রায় ।**

গত ১০ই আগষ্ট জলপাইগুড়িতে অতিরিক্ত জেলা জজ মিঃ ম্যাকসার্প তিনজন মুসলমান ও এক জন হিন্দু এসেসার লইয়া খোর্দ গোবিন্দপুরের রোমাঞ্চকর মামলার পুনর্বিচার আরম্ভ করেন। ২৪শে আগষ্ট উক্ত মামলার রায় বাহির হইয়াছে। বিচারে আসামীদের দণ্ড ত্রাস হইয়াছে। দুই জনের চারি বৎসর—অন্যদের ছয়মাস হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। ছয় জন আসামী খালাস পাইয়াছে।

**দুর্ভুক্তের কবল হইতে নারীর রক্ষা ।**

পাতিয়ালা ষ্টেটের গ্রাম হইতে এক চমকপ্রদ খবর আসিয়াছে। ঘটনার বিবরণ প্রকাশ, এক মুসলমান স্ত্রীলোক তাহার চারি বৎসর বয়স্ক সন্তানকে লইয়া টোঙ্গায় চাপিয়া তাহার গিড়ালয়ে খাইতেছিল। ঐ টোঙ্গাতে আরও কয়েকজন লোক ছিল। যখন ঐ লোকগুলি নামিয়া যায় তখন টোঙ্গাওয়ালারা এক একলের দিকে টোঙ্গা লইয়া যায় এবং তথায় স্ত্রীলোকটার নগদ টাকা গহনাপত্র লইয়া খাইতে চেষ্টা করে। স্ত্রীলোকটা বাধা দেয়, উহাতে টোঙ্গাওয়ালারা তাহার হাত পা বাঁধে। এই সময় শিশুটা কাঁদিত্তেছিল, টোঙ্গাওয়ালারা শিশুটার প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য একটা পাথরের টুকরা তোলে, তখন পাথরের নীচ হইতে একটা সাপ বাহির হইয়া তাহাকে দংশন করে। স্ত্রীলোকটা তখন চেচাইয়া উঠে। তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কয়েকজন গ্রামবাসী ছুটিয়া আসে।

**নীলামের ইস্তাহার ।**

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুনসেফী আদালত ।

নীলামের দিন ২৯শে আগষ্ট ১৯৩৬ ।

১৪৬৪ খাং ডিঃ অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় দীং দেং মহম্মদ বোগদাদ বিশ্বাস দীং দাবি ২০৬, থানা সমসেরগঞ্জ মোজ্জে শিবপুর ১/৩ অংশ পতনী ৫২ একরের কাত ৪২০/১৬ আঃ ২৫, ২৫ ৩। ২নং লারি থানা হুতী মোজ্জে নজির-পুর ১/৮ গুণ্ডা অংশ ৮০-২৮ শতকের কাত ২৫, আঃ ২৫, ৫২ ৪০।৪১।৪২।৪৩

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফী আদালত ।

নীলামের দিন ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ ।

৫০-খাং ডিঃ শ্রামাচরণ নাথ দীং দেং রাওসান মহম্মদ সেধ দীং দাবি ৪৮/৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মোজ্জে দফরপুর ২।২ বিহার কাত ৬।/১০ আঃ ৬০, ৬০ ১৪২৬

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফী আদালত ।

নীলামের দিন ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ ।

১১৩ খাং ডিঃ সেবাইত শ্রামাচরণ নাথ দীং দেং মর্ত্তেশ্বর মাঝি দীং দাবি ২৪১/৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মোজ্জে তক্ষক ১-২৫ শতকের কাত ২।/১২। আঃ ৬, ৬ ১৪৭

১১৪ খাং ডিঃ ঐ দেং রামকুমার মাঝি দীং দাবি ১৮৪/৬ ঐ মোজ্জাদি মধ্যে ১/০ বিহার কাত ১।০ আঃ ৫, ৫ ২০৬

১৫৮ খাং ডিঃ ঐ দেং সাবজান সেধ দীং দাবি ২৮।০ থানা ঐ মোজ্জে চরকা ১৬ শতকের কাত ২।৫ আঃ ১০, ৬ ২০০

৩৮৮ খাং ডিঃ ঐ দেং এঞ্জিল সেধ দীং দাবি ২৩৬/২ ঐ মোজ্জাদি মধ্যে ৪৫ শতকের কাত ৩।৫ আঃ ১০, ৬ ২৫

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফী আদালত ।

নীলামের দিন ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ ।

৩০৯ খাং ডিঃ সেবাইত শ্রামাচরণ নাথ দীং দেং হেমন্ত-কুমার সরকার দাবি ৩৩৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মোজ্জে মঙ্গলজুন ১-৭৪ শতকের কাত ৫, আঃ ২০, ৬ ১২৭

**পল্লী প্রতিযোগিতা ।**

পল্লী-সংস্কারের নূতন ব্যবস্থা ।

একথা আজ আমরা সকলেই বুঝি যে, গ্রামকে বাঁচাইতে হইলে, গ্রামবাসীদেরই সচেতন হইতে হইবে। অবশ্য দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, রোগ-শোক-ভোগ তো আছেই; কিন্তু তাহার মধ্যে অপস উদাসীন হইয় বসিয়া থাকিলে রোগ শোক-দৈন্য তো কমবে না। ইহারই মধ্যে উদ্যমকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে—হা হতাশ এবং উদ্ভ্রাস, এই দুইটাকে সমানভাবে বন্ধন করিয়া প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে।

যাহাতে পল্লীবাসীদের মধ্যে পল্লী-সংস্কারের কাজে একটা উদ্যম ও উৎসাহ জাগে, তাহার জন্য আঞ্চলিক গ্রাম-গঠন ব্যাপার লইয়া এক অভিনব আন্দোলনের সূচনা কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছে। বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে আদর্শ পল্লী-গঠনের ব্যাপার লইয়া প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করাই এই আন্দোলনের স্বরূপ। আদর্শ গ্রাম-গঠনের এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়াই আদর্শ কম্বী এবং পল্লী-সেবক গড়িয়া উঠিবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না এবং সেই সঙ্কে জনসাধারণের মধ্যেও একটা নব উদ্যম স্ফূর্ত্ত হই আসিবে। স্বর্ধর বিষয়, ইতিমধ্যে এই প্রতিযোগিতা বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে আরম্ভ করা হইয়া গিয়াছে। আশা করা যায় যে, এই নূতন আন্দোলন অচিরকালের মধ্যে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িবে এবং এই ভাবে এক অভিনব পন্থায় বাংলা দেশে পল্লী-সংস্কারের প্রকৃত ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে।

বগুড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ।

সম্প্রতি বগুড়া জিলায় এই ধরনের একটি আদর্শ গ্রাম-গঠন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে যে সব বিধি-ব্যবস্থা এবং নিয়ম কাছন তঁ হারা গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতে পারে যে, কি ভাবে এই প্রতিযোগিতা গড়িয়া তোলা অথবা পরিচালনা করা যায়।

প্রতিযোগিতার পুরস্কার ।

বগুড়া জেলায় স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক বৎসর একবার করিয়া এই প্রতিযোগিতা হইবে। প্রত্যেক থানার অধীন যে যে গ্রাম প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিবে, তাহার পুরস্কার এবং সম্মানস্বরূপ একটা করিয়া রোপ্য কাপ পাইবে এবং জেলায় মধ্যে যে গ্রাম সর্বপ্রথম হইবে, তাহাকে একটি শিল্ড উপহার দেওয়া হইবে। এই কাপ এবং শিল্ড বিজয়ী গ্রামের নিকট এক বৎসর করিয়া থাকিবে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক বৎসর বক্তৃতা-ভাবে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মিগণ স্বতন্ত্র পদক পাইবেন।

**যোগদানের নিয়ম ।**

যে যে গ্রাম প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে ইউনিয়ন বোর্ডের মারফৎ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে হইবে। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠতা বিচার করিবার জন্য একটা সমর্থ বিচারক-কমিটি থাকিবে। কমিটির নির্দিষ্ট বিচারকগণ প্রতিযোগী গ্রামসমূহ পরিদর্শন করিয়া তাঁহাদের পরীক্ষা-ফল লিখিতভাবে কমিটিকে জানাইবেন। প্রত্যেক বৎসরের শেষে স্থানীয় সংবাদপত্রে কমিটির সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে।

**বিচারক-কমিটি ।**

বগুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়কে সভাপতি করিয়া ও সাবডিভিশনাল অফিসর ও মিঃ মুহম্মদ আলী সাহেবকে সেক্রেটারী করিয়া ১টা শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যে আছেন—পুলিশ সুবারিটেন্ডেন্ট, জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, লোকাল বোর্ড সমূহের চেয়ারম্যান, জেলা হেল্প অফিসর, জেলা কৃষি অফিসর, স্থানীয় পশু-চিকিৎসক, এ্যাসিস্টেন্ট সার্জেন, যুনিয়ন বোর্ড এডমিনিস্ট্রেশনের প্রেসিডেন্ট, মিঃ সিরাজুল হক এবং মিঃ হবিবুর রহমান, বি, এল। কমিটি ইচ্ছা করিলে মনোনয়ন দ্বারা সদস্য-সংখ্যা বাড়াইতে পারেন।

সাধারণতঃ এই প্রতিযোগিতায় বাংলা বৎসরের হিসাবে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত সময়কে এক বৎসর কাল বলিয়া গণনা করা হইবে। বাহিরের সাহায্য না লইয়া, যে সব কাজ নিজেদের চেষ্টায় দ্বারা হইয়াছে, সেই সব কাজকেই বিচারে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হইবে।

**প্রতিযোগিতার বিষয় ।**

এখন আসল প্রতিযোগিতার বিষয়ে আসা যাক। যে সমস্ত বিষয়ের উপর পল্লীর উন্নতি নির্ভর করিতেছে, স্বভাবতঃই এই প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ হইল তাহাই; যথা—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শারীরিক উন্নতির ব্যবস্থা, পথ-বাট, শিল্প, কৃষি এবং পশু-পালন। যে গ্রাম এই সমস্ত বিষয়ে অন্যান্য প্রতিযোগী গ্রাম অপেক্ষা তুলনায় বেশী অগ্রসর হইতে পারিবে, প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম হইবার সম্ভাবনা সেই-ই পাইবে।

**স্বাস্থ্য ।**

এখন জানা দরকার যে, এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় কোন কোন কাজকে বিশেষভাবে পরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হইবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে কাজ বলিতে বুঝাইবে,—পুষ্করিণী পরিষ্কার রাখা, বাজে জঙ্গল সাফ করা, বাড়ীর আশপাশ এবং উঠান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, সারের গর্ত বাসগৃহ হইতে যথোপযুক্ত দূরে তৈয়ারী করা, জল যাতায়াতের জন্য নর্দমা পরিষ্কার রাখা এবং নর্দমা ও অন্যান্য জলাধার সাহায্যে রোগ-জীবাণু মুক্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এই সম্পর্কে পল্লীর সাধারণ কল্যাণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহাও বিচারে ধর্তব্য হইবে, যেমন, জেলা বোর্ডের কর্মচারীদের সাহায্যে কুইনাইন পিল বিতরণ, টাকার বন্দোবস্ত, জল সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নতি, দাই-শিকার আয়োজন, ডোবা প্রভৃতিতে কেরোসিন দেওয়ার ব্যবস্থা, জনসাধারণের মধ্য হইতে অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস দূরীকরণ।

**শরীর-চর্চা এবং খেলা-ধূলা ।**

শরীর-চর্চার দিক হইতে পরিদর্শকগণ দেখিবেন যে, গ্রামে খেলার মাঠের আয়োজন আছে কি না, বিভিন্ন খেলার অন্তর্গত কিভাবে গড়িয়া তোলা হইতেছে ইত্যাদি। এই সম্পর্কে স্কুলের চেয়ে দ্রষ্টব্য বিষয় হইবে যে, খেলা-ধূলায় মধ্য দিয়া গ্রামের যুবকদের মধ্যে একটা সত্যকারের হার-জিত-নিরপেক্ষ খেলোয়াড় ভাব জাগিয়া উঠিতেছে কি না। বয় স্কাউট গঠন, ব্রতচারী আন্দোলন এবং গ্রামের আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষার জন্য দল-গঠন প্রভৃতি কার্যও এই সম্পর্কে বিবেচিত হইবে।

ক্রমশঃ ।

**ভাদ্র মাসের গঙ্গা ।**

কবিবর ১৮দশরথি রায়ের পাঁচালি হরে ।

সেই কি মা তুই চৈত্র মাসের  
 শুক মরা গাঙ্গ ?  
 যার জন্যে জঙ্ঘু মুনী  
 চিরে নিজ গাঙ্গ ।  
 আজ ধানের মধু মধ্য খেয়ে  
 সদ্য যেন পাগলী মেয়ে  
 মাতাল সাজি বেতাল হরে  
 তুলি তুফান তান  
 দুকুল ছাপি আকুল প্রাণে  
 করিস্ মা প্রাণ ।  
 ধু ধু করা মরুত্ব রূপ  
 কোথা সে তোর বালুকা স্তূপ  
 চৈত্রে যাঁহা মনে হ'তো  
 চূর্ণ রক্তত রাং  
 খেয়েছিস্ কি আজ মা শিবের  
 সিদ্ধি গাঙ্গা, ভাদ্র ?  
 ভরা ভাদর আদরে তোর,  
 দেশে বিপদ ঘোর  
 ঘোড়া-মুখে পাকা ধান্য  
 ডুবে সশীষ খোর  
 জলের মাঝে মানবের বাস  
 বংশ মক্ষোপর  
 লুপ্ত মা গন্ধে তোমার  
 মৃষ্টি ধ্বংশ-কর ।  
 ঘর বাড়ী যে ডুবলো কত  
 গ'ণে হয়না ওর  
 বাগড়ীতে হয় কেঁদে কেঁদে  
 জুখের নিশি ডোর ।  
 পানকৌরী পাবীর মত  
 ডুবে কাটে ধান  
 কৃষক কুলের আর্তিনাদে  
 কাটে পাখ্য প্রাণ ।  
 মুখের আহাৰ প'চে সাহার  
 কচি ছেলে কাঁদে  
 জ্বালানি কাঠ, সবি ভিজে  
 চুল্লী নাই যে রাঁধে ।  
 এই কি মা তুই চৈত্র মাসের  
 শুক মরা গাঙ্গ ?  
 অন্য যেন সদ্য মা তোর  
 মৃষ্টি ভীষণ ডাঙ্গ ।  
 অক্লেপে পার হ'তো যাতে  
 শূগাল কুহুর চর  
 ক্রভঙ্গে তার আঁজিকে হয়  
 হয়-হাতীরও ভয় ।  
 হি হি হাসি বারি রাশি  
 বক্ষে চলে যান  
 ঠমক দেখে চমক লাগে  
 ভরে কাঁপে প্রাণ ।  
 এই ভীষণ কৃতি করিস্ পূরণ  
 রবি শস্য দিয়ে  
 সপোষ্য গৃহস্থ যেন  
 বাঁচে শিব-ক্রিয়ে ।  
 রবিখন্দ পে'লে মাগো  
 যে আনন্দ হবে  
 জলে ডুবায় বিষম জালা  
 তুলে যাবে সবে ।  
 নমি শুভস্বরা, ভাদ্রে  
 ভয়স্বরা গাঙ্গ  
 অক্ষে পলি পক,  
 দৃষ্টি করণা অপাক ।  
 দিস্ মা শিবের সর্বসিদ্ধি  
 সেওয়ারি গাঙ্গা ভাদ্র  
 ধান ডুবিল থাকে যেন  
 পিতল কাঁসা রাং ।  
 শ্রীশরচ্ছ মুখোপাধ্যায় ।

**মুর্শিদাবাদ সিল্ক ।**

বাংলার রেশম শিল্পের পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে আমরা গভর্নমেন্ট সহযোগিতায় নানা রকম রেশম সূত্র প্রস্তুত করিয়া বিদেশী রেশমের প্রতিযোগিতায় বিক্রয় করিতেছি। আমাদের রেশম অতি উৎকৃষ্ট ও স্থলভ।

আমাদের রেশমজাত নিজ তাঁতে প্রস্তুত বহু রকমের সাদী, খান, গাউন-পিশ, সাতিন খান, স্যাটিং সূতাং আমাদেবর মজুত আছে। স্বন্দর স্বন্দর ডিজাইনের ছাপা সাদী সুলভে পাইবেন। অর্ডার দিলে ভি, পি, তে মাল পাঠান হয়।

মানিরুদ্দিন আহাম্মদ এণ্ড কোং  
 জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ ।

**সস্তায় সাইকেলের সরঞ্জাম ।**

টায়ার, টিউব ও অন্যান্য পার্টস বাজার অপেক্ষা সুলভে পাইবেন। পরীক্ষা করুন।

শ্রী বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়,  
 রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপাটা ।

**রামকৃষ্ণ বুক বাইণ্ডিং হল ।**

কতিপয় মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, উৎসাহী হিন্দু যুবকদ্বারা এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এই হিন্দু কারখানাটি অতি অল্প মূলধনে আরম্ভ করা হইয়াছে। বর্তমান যুগে হিন্দুর জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইলে এই ক্ষুদ্র বই বাধান কারখানাটির কার্যের সুলভতা ও সৌন্দর্য্য পরীক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

স্থান :— স্বত্বাধিকারী—  
 নীলরতন বড়াল উকীলের রমাকান্ত বড়াল।  
 বাটার সংলগ্ন। রঘুনাথগঞ্জ ।

**তিপসাহির কালী**

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন ।  
 মূল্য প্রতি কোঁটা পাঁচ পয়সা ।

**শুভ সংবাদ ।**

হিন্দু মাত্রেয়ই শুভ বিবাহে বরকনের উপযুক্ত সজ্জার মধ্যে মির্জাপুরের গরদের সাদী, মুষ্টি, চাদর, ব্লাউজ পিসু ও সর্বপ্রকার জামার কাপড়ই সমধিক প্রসিদ্ধ ও মূল্য স্থলভ। বাহাতে জঙ্গিপুর্বে ঘরে বসিয়াই মির্জাপুরের সকল প্রকার বস্ত্র পাইতে পারেন তজ্জন্য রঘুনাথগঞ্জে একটা এজেন্সী স্থাপিত হইয়াছে। অর্ডার দিলে অতি সস্তার পছন্দমত কাপড় সরবরাহ করিয়া থাকি। ঠিকিবার কোন কারণ নাই। মির্জাপুরের দূরে ঘরে বসিয়াই পাইবেন। সকল প্রকার মটকার হাত, সাদী, চাদর ও খান পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এজেন্ট—শ্রী অবনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়  
 পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ  
 ( শিবতলার সন্নিকট )

**সস্তার রবার স্ট্যাম্প ।**

সকল প্রকার রবার স্ট্যাম্প এক সস্তায় মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত স্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং স্ট্যাম্প, সেন্সিটাইভ প্যাড ও কালী সর্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

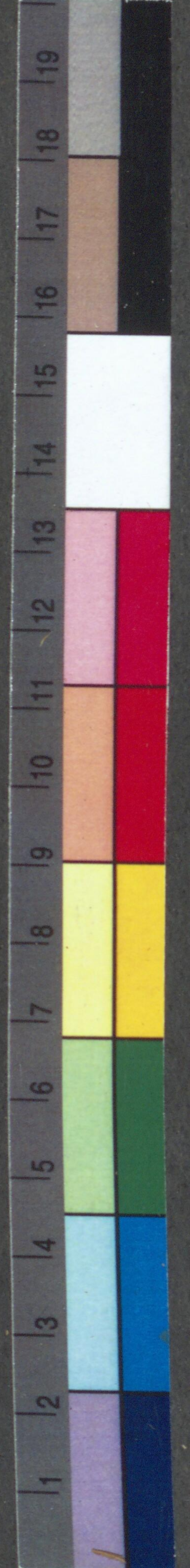
প্রাপ্তিস্থান—“পণ্ডিত-প্রেস”  
 পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ।

**দি ওয়াম হাঁড়িকা ।**

( আমেরিকায় পরীক্ষিত )

অন্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থাহুঁয়ারী মাছব ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি অন্তর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ১/১০ সাড়ে তিন আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস  
 “অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়”  
 পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ )





অকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য  
সংরক্ষণের অভিনব  
প্রসাধন দ্রব্য

**রেডিয়াম স্নো**

শিশুদিগের কোমল চর্মে  
নিরাপদে ব্যবহার  
করা যায়।

অকের উপর অদৃশভাবে অতি ক্ষুদ্র  
আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্ম-  
জনিত কষ্ট এবং চর্মরোগ হইতে  
দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেনঃ—রেডিয়াম স্নো  
দেখিতে সুন্দর, স্পর্শে স্নেহ ও স্পর্শে কোমল। ইহার  
আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কার-  
খানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে  
ইহাকে একটা শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্ত্র বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—**রেডিয়াম ল্যাবরেটরী**  
কলিকাতা।  
ফোন—৩০৩২ বি, বি।

সোল এজেন্টস—**বনাক ফ্যাটুরী**  
৩নং ব্রহ্মচূলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা  
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।



পরীক্ষিত ঔষধাবলী  
কৃত্তিক  
বসন্তের প্রতিষেধক।  
পেপ—অজীর্ণ ও অম্ল।  
বিগ—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।  
নু—হাঁপানীর উপকারী।  
হর—চুগকানি ও চর্মরোগে।  
মূল্য প্রতি ড্রাম ১০ আনা।



**সার্জারী জগতে যুগান্তর।**  
মহাত্মা আনন্দ বাবির আবিষ্কৃত একমাত্র  
অস্পেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী  
বাগী, ঘোড়া, কাকবিড়ালী, চূনকা, মৎস্যের রোগ,  
পৃষ্ঠ রোগ, উরুগুস্ত, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-  
প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্র ও বিনা  
জালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়।  
মূল্য প্রতি শিশি ১২, ডজন ১২ মাত্র।



ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্রীহা ও বহুত সংযুক্ত জ্বর, নূতন  
পুরাতন জ্বর, পাল্লা ও কম্প জ্বর, পিত্তজ্বরের জ্বর প্রভৃতি সর্বপ্রকার  
জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রসিদ্ধিত ব্যক্তি লিভার ও  
স্নীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যায্য, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অধি  
চর্মদার হইয়াও এই দামোদর সূখা ব্যবহারে নিতাই আরোগ্যলাভ  
করিতেছেন। মূল্য ১০০ প্রীহার মালিষ সমেত ১২

**ফেরোকাল**—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল  
প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বর্জ্য প্রাপ্ত হন, এবং  
নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্দপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন।  
ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জালা ও পূজ ২১০ দিনে আরোগ্য করে। একটা  
পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১১০ উক্ত ঔষধ সমূহ ভিঃ, পিতে লইলে মাস্তুলাদি স্বস্ত লাগে।

**সোল প্রোঃ ডাঃবিরায়এণ্ডকোংকোমিষ্টম্** এজেন্টস—  
এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং  
কলিকাতা

সন ১৩৪৩ সালের ক্যালেন্ডার লিমনামুল্যে বিতরিত হইতেছে

**হোমিও ঔষধ !** হোমিও ঔষধ !!  
সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারান্টি।  
সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ১/০, ২০০ প্রতি ড্রাম ১/৫ মাত্র।  
উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয় হয়। প্রতি টাকায় ১০ কমিশন বাদ।  
প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।  
ডাক্তার শ্রীদেবেপ্রসন্ন দাস (হোমিওপ্যাথ) রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)  
রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

**বি, সান্না এণ্ড সন্সের**  
কয়েকটা আশ্চর্য ও অবিশিষ্ট মহৌষধ

**কিওরেটিন-সালসা**  
বর্তমান যাবতীয় রসায়নের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট  
গুণবিশিষ্ট মহৌষধকারী সালসা।  
রক্তপরিষ্কারক, বল, শক্তি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি-  
কারক, পায়দ ও উপদংশ-বিঘ্ননাশক,  
আরবিক সৌন্দর্য, নষ্ট স্বাস্থ্য, শুক্রতারল্য ও ধাতুদৌর্জলা রোগে, এবং যাবতীয় স্ত্রীরোগে  
ও বহু পুরাতন ও কঠিন রোগ সমূহের একমাত্র মহৌষধকারী। কোন বাধা ধরা নিয়ম নাই;  
সকল ঋতুতে সেবন করা যায়। মূল্য দেড় টাকা; মাস্তুলাদি সমেত ২১০

**ইলেক্ট্রো গোল্ড-কিওর**  
জীবনীশক্তিবর্ধক ও নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরো-  
দ্ধারক—হতাশ জীবনের একমাত্র বন্ধু।  
সামুদ্র দুর্ভাগতা, পুরুষবহীনতা ও শুক্রকীন  
প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ বলকারক ঔষধ। অপরিমিত শক্তি, বল উৎপন্ন করিতে অস্বীকার।  
ছাত্রদিগের স্মৃতিশক্তি, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয়, ক্ষুধাবৃদ্ধি, মানসিক প্রফুল্লতা ও শারবিক উত্তেজনা  
বৃদ্ধি করে; ছাত্র ও ছাত্রীজীবনের একমাত্র পরম বৃহদ। মূল্য দেড় টাকা; মাস্তুলাদি সমেত ২১০

**গণোরা-বাম** পিল (বাটিকা) বা মিকশার  
যাবতীয় গণোরিয়া, প্রমেহ ও  
ধাতুপীড়া রোগের বিশেষ পরী-  
ক্ষিত আশুফলপ্রদ মহৌষধ।  
২১০ মাত্রায় স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই  
রোগের অসহ্য জালা যন্ত্রণা লাঘব হয়। নূতন ও পুরাতন সর্বপ্রকার লক্ষণযুক্ত প্রমেহ ও মূত্রনালীর  
রোগ এবং স্ত্রীলোকদিগের খেত ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি আরোগ্য হয়। 'গণোরা-বাম' ঔষধ মিকশার ও  
পিল দুই রকমের পাওয়া যায় উভয়েরই মূল্য প্রতি শিশি দুই টাকা; মাস্তুলাদি সহ ২১০

**হাঁপানি-এ্যাজমা-সিরাপ**  
হাঁপানি শ্বাসক্লেমের অব্যর্থ মহৌষধ। এক ঘণ্টার  
হাঁপানি রোগী মৃত্যুমুখ যন্ত্রণা হইতে অব্যর্থ  
লাভ করে। সর্বপ্রকার লক্ষণ ও উপসর্গ বিশিষ্ট  
হাঁপানি, দমা, শ্বাসরোগ এবং যাবতীয় ফুসফুস  
ও শ্বাসনালীর প্রদাহ, ব্রঙ্কাইটিস, হিপিৎসফ, প্রভৃতি রোগ যত দিনের পুরাতন হউক না কেন  
নিশ্চয় আরোগ্য হয়। একপ অব্যর্থ আশু-ফলপ্রদ মহৌষধ অত্যাধি আবিষ্কৃত হয় নাই, প্রবল  
দিনের সময় শ্বাস প্রশ্বাসের মৃত্যুমুখ যন্ত্রণা একদাগ মাত্র সেবনেই রোগ দূরীভূত হইয়া রোগী সুস্থ  
হয়। মূল্য দেড় টাকা মাস্তুলাদি সমেত ২১০

বি, সান্না এণ্ড সন্স।  
কলিকাতা।  
ফোন—৩০৩২ বি, বি।  
মাল্লা-মোডকেন-ইল  
(ফোনে নম্বর ১১৪০১) ৪ নং গুলু ওস্তাগর লেব: কলিকাতা

**সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা**  
অধ্যক্ষ

**শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এমএ, এফসিএস(লণ্ডন)**  
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

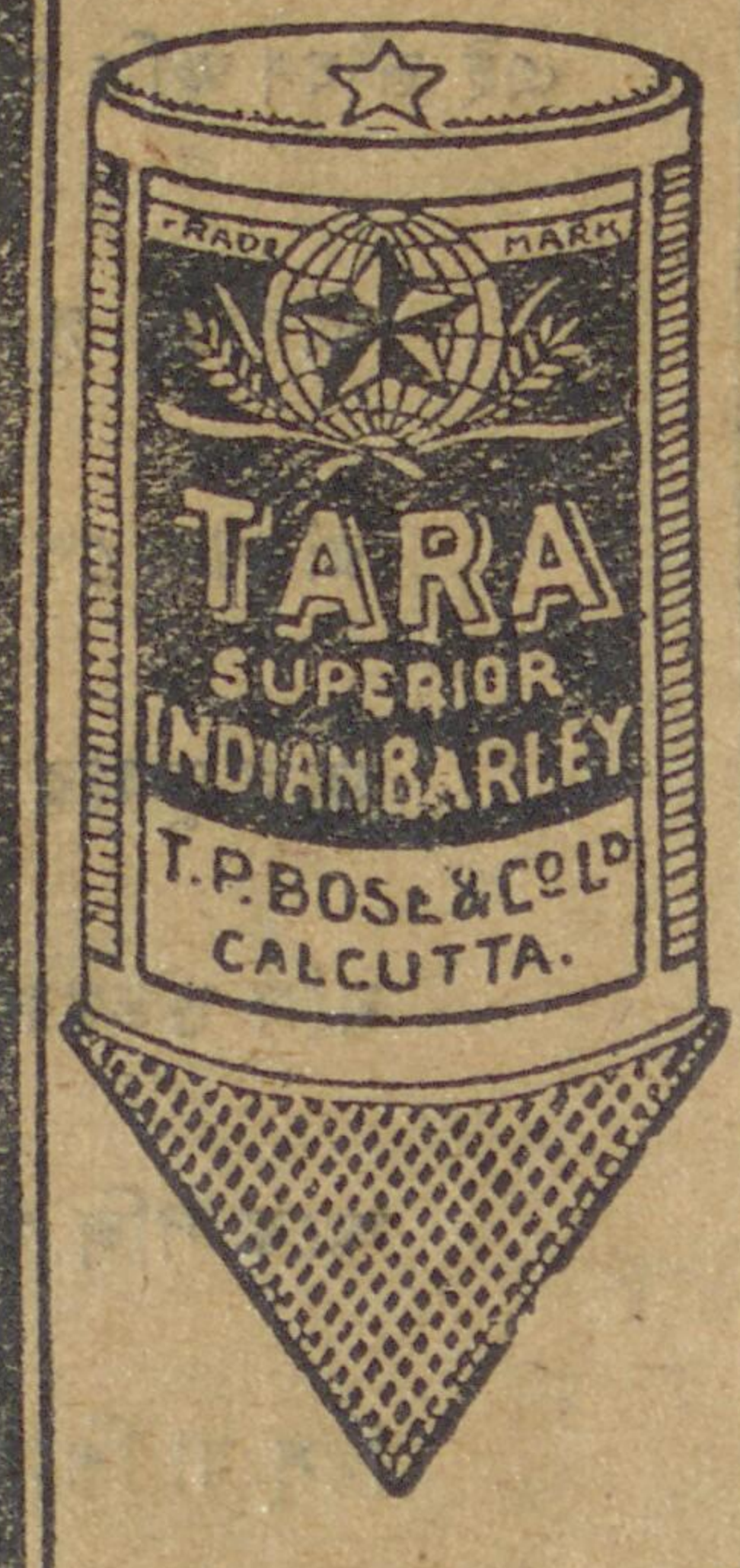
আঞ্চ:—আমবাজার (মার্কেট) কলিকাতা \* ২১০ বোঁবাজার (কলিকাতা)  
৩৭৪ ষ্ট্রাও রোড (বড়বাজার) কলিকাতা \* চট্টগ্রাম \* জমশেদপুর (সাকচাঁ হাইওয়ে)  
বিহার \* তিনহুকিয়া (আসাম) \* গোহাটা (আসাম) \* দিনাজপুর \* পাটনা (বিহার) \*  
পাটুয়াটুলী (ঢাকা) \* বগুড়া \* বর্ধমান \* ভাগলপুর (বিহার) \* মানিকগঞ্জ \* মেদিনীপুর  
রেজুন (২০২ নুইস ষ্ট্রাট) ব্রহ্মদেশ \* লাহোর (পাঞ্জাব) \* দিল্লীপুর (মালয় দেশ) \*  
লণ্ডন এজেন্সি—হাই-হল্ডবরণ \* কলকো (সিলান)।

সর্ববিধ ঔষধ বিত্তভাবে ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে আমার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত  
হইতেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে কাটালগ পাঠান হয়। বিস্তারিত অবস্থা জানাইলে  
ঘরের সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়।  
মুকুববজ (বিশুদ্ধ ও স্বঘটিত) তোলা ৪ \* বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ সের ৩  
শুক্রেসজীবন সের ১৬ \* অবলাবান্ধব যোগ ১৬ মাত্রা ২



**আমাদের বিশেষত্ব**

আমাদের এই তারা বালী আধুনিক উন্নত  
বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মোসমে এবং  
সেই শক্তি বান বালী বিশেষত্ব শ্রীমুক্ত-টি  
পি, বসুমহাশয়ের চামুণ্ড ও সংশ্লিষ্ট  
তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র  
বিশুদ্ধ কর্ম্য দক্ষতায় একদিন এশিয়া  
মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বালী  
প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীমুক্ত)  
কে.সি.বসুমহাশয় বিস্কুট ও বালী  
প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ  
স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায়  
ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও  
অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ঠ নহে।



**টি.পি.বসু এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড**  
তারা ভিটা মুড় ম্যাটিনী  
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা